Democratic Polity - Values and Democratic Polity - মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা-

সীমা কুন্ডু

প্রাক্তন অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বেথুন কলেজ

ভূমিকা ঃ- রাজনীতি রাষ্ট্রনীতির সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্ক অত্যন্ত সুগভীর ও সুপ্রাচীন। প্রকৃতপক্ষে মূল্যবোধের আলোচনা - বিযুক্ত রাজনীতির আলোচনা শুধুমাত্র অসম্ভবই নয়, অর্থহীনও বটে। সুদূর গ্রীসে যাকে রাজনীতির ধাত্রীভূমি বলা যেতে পারে রাজনীতির আলোচনা শুরু হত মূল্যবোধ তথা আদর্শের আলোচনা দিয়ে। কিভাবে বা কোন পথ অবলম্বন করলে, কি ধরনের আদর্শ বা মূল্যবোধ দ্বারা পরিচালিত হলে আদর্শ রাষ্ট্র তথা রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে প্লেটো, অ্যারিস্টটলের মত গ্রিক দার্শনিকগণের চিন্তাধারায় তা গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে।[১] প্রাচীন ভারতবর্ষেও রাজনীতিতে মূল্যবোধের আলোচনার উপর গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। রামায়ণ, মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ইত্যাদির পর্যলোচনা করলে দেখা যায় এই সব রচনায় আদর্শ রাজার কর্তব্য, রাজা-প্রজার মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি মূল্যবোধ ভিত্তিক বক্তব্যের উল্লেখ আছে।[২]

মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায় ঃ- প্রকৃতপক্ষে রাজনীতির মূল কথা হল পছন্দ অর্থাৎ এক ধরনের মূল্যবোধের পরিবর্তে অন্য এক ধরনের মূল্যবোধকে বেছে নেওয়া। যারা মনে করেন মূল্যবোধ বিযুক্ত রাজনীতির অস্তিত্ব সম্ভব তাঁদের সমালোচনা করে বলা হয় মূল্যবোধ বিযুক্ত। আলোচনার নামে তাঁরা বাস্তবে প্রচলিত ব্যবস্থারই সমর্থক এবং এই ব্যবস্থা পরিবর্তনের বিরোধী।

এখন প্রশ্ন হল, মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? মূল্যবোধ বলতে বোঝায় এক ধরনের বিশ্বাস যার সঙ্গে সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিবোধ, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের ধারণা যুক্ত থাকে। কোনটা করলে সমাজের ভাল হবে বা কোন কাজটা সমাজের মঙ্গলের বিরোধী সে সম্পর্কে যে সমস্ত ধারণা কোন সমাজে প্রচলিত থাকে সেগুলিই হল সামাজিক মূল্যবোধ। যখন কোন একটা বিশেষ সমাজ বিশেষ কিছু বিশ্বাস বা নিয়মকে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর বলে ধরে নিয়ে মেনে চলতে শুরু করে তখন আমরা তাকে সামাজিক মূল্যবোধ বলি। রাজনীতির ক্ষেত্রেও এরকম মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় যা মেনে চলার ব্যাপারে মানুষ অঙ্গীকারবদ্ধ হয়।এই বিশেষ ধরনের মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের সমষ্টি হল রাজনৈতিক মতাদর্শ।

বর্তমানে একটি কথা প্রায়শই শোনা যায় যে, সমাজে বা রাজনীতিতে মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটছে।সমাজে ভালমন্দের ধারণা সম্পর্কে যা কিছু ভাল বা নীতিগত ভাবে আকাঙ্খিত তার প্রাধান্য বা গুরুত্বের ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটছে- প্রাধান্য বা গুরুত্ব পাচ্ছে তাৎক্ষণিক লাভের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সামাজিক কিছু চাহিদা যা সর্বদা সমাজের শুভবুদ্ধির অনুগামী নয়।

মূল্যবোধের আলোচনার প্রয়োজনীয়তা ঃ-

মানুষ যখন জাগতিক বা সামাজিক কোন কিছুকে দেখে তখন সে তার আশৈশব লালিত বিশ্বাস, ধারণা বা মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেখে। এবং তারই প্রতিফলন ঘটে রাজনৈতিক মূল্যবোধে। সচেতন ভাবেই হোক বা অচেতন ভাবে মানুষের রাজনৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তি হল সমাজ লালিত ও সমর্থিত মূল্যবোধ। এই সামাজিক বিশ্বাস বা দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও গতিবিধিকে পরিচালিত করে এবং প্রভাবিত করে। একথা সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে যেমন সত্য, নেতাদের কার্যকলাপের ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রযোজ্য। সাধারণ মানুষ যখন ভোট দিতে যায় বা অন্যান্য রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে যুক্ত তখন একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাস বা মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়। অপরপক্ষে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে মূলত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মানসিকতা কাজ করলেও তাঁরা যে সর্বদা শুধুমাত্র ক্ষমতার জন্য ক্ষমতা দখল করার কথা ভাবেন তা নয়, তাঁদের মধ্যেও কিছু বিশ্বাস বা মূল্যবোধ বা মতাদর্শ থাকে যা রাজনৈতিক ক্ষমতার সাহায্যে তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

এইভাবে মূল্যবোধ রাজনৈতিক বাস্তবের ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে। তবে মূল্যবোধ ভিত্তিক বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার আগ্রহ রাজনৈতিক নেতা ভেদে বিভিন্ন ধরণের হয়। হিটলার প্রচন্ড ক্ষমতালিপ্সু হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর একটা তথাকথিত আদর্শ বা মূল্যবোধ ছিল যা জার্মান জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক হবে বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। যেমন- ইহুদী বিরোধিতা এবং সেটিকে হাতিয়ার করে সমগ্র পূর্ব ইউরোপে উচ্চ বর্ণভিত্তিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা যার উপর প্রভুত্ব করবে জার্মান জাতি। মার্ক্সবাদী বিপ্লবী যেমন লেনিন - এদের মূল্যবোধের ভিত্তি ছিল শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন।

মূল্যবোধ বা বিশ্বাস যার সমষ্টি হল মতাদর্শ তা যে শুধুমাত্র ব্যক্তিবিশেষকে পরিচালিত করে তাই নয় একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতিও এর দ্বারা গড়ে ওঠে। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে দেখা যায় নির্দিষ্ট মূল্যবোধ বা নীতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। যেমন, ধর্মীয় নীতি বা ধ্যানধারণার বা রাজার ঐশ্বরিক অধিকারের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র - বা মার্কসবাদ লেনিনবাদ ভিত্তিক মূল্যবোধ বা বিশ্বাসের সমষ্টির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে Communist Party পরিচালিত কমিউনিস্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে প্রচলিত

উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যার ভিত্তি হল কিছু উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক নীতি তথা বিশ্বাস বা মূল্যবোধ।
প্রকৃতপক্ষে এই বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যবোধসমূহ স্বভাবতই উদ্ভূত হয় সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই। সামাজিক মূল্যবোধ গুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরে প্রতিফলিত হয় এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিকতথা মূল্যবোধকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ গুলির আলোচনার উপর আলোকপাত করব।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র ও মূল্যবোধ ঃ-

অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংগে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় এই ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক তথা রাজনৈতিক মূল্যবোধের শুরু হয় এক বিশিষ্ট ধারণা দিয়ে - সেটি হল নাগরিকতা। নাগরিকতা হল এই ব্যবস্থার গোড়ার কথা। নাগরিকতা এই রূপে ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। যেহেতু বর্তমানে প্রাচীন গ্রাম নগররাষ্ট্র ধরণের প্রত্যক্ষ বা অংশগ্রহণকারী (Participatory) গণতন্ত্র সম্ভব নয়, সুতরাং প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র আকাঙ্খিত ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটে নাগরিকদের মূল্যবোধ, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাল বা মন্দ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা জরুরী কারণ নাগরিকদের দ্বারা প্রেরিত জনপ্রতিনিধি দ্বারাই শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। স্বভাবত এটাই আশা করা যায়, নাগরিকদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং আকাঙ্খা তাদের প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রতিফলিত হবে কারণ জনপ্রতিনিধিরা নাগরিক সমাজের মধ্যে থেকেই আসেন।

সাধারণ ভাবে উদারনৈতিক গণতন্ত্রে যে সব মূল্যবোধগুলি নাগরিক তথা জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে উপস্থিত থাকাটা প্রয়োজন বা জরুরী বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন সেগুলি হল - ১) নাগরিকতা, ২) দায়িত্বশীলতা, ৩) সহনশীলতা, ৪) ন্যায়বোধ, ৫) নেতৃত্ব, ৬) অধিকার সম্পর্কে সচেতনা, ৭) স্বাধীনতার জন্য আকাঙ্খা, ৮) স্বীকৃতি, ৯) পক্ষপাতহীনতা।[৩]

এর মধ্যে বর্তমান প্রবন্ধে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সফল কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় চারটি মূল্যবোধকে আমরা বেছে নিয়েছি - ১) নাগরিকতা, ২) দায়িত্বশীলতা, ৩) সহনশীলতা, ৪) নেতৃত্ব। কারণ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের যেমন প্রতিনিধিত্বমূলক দিক আছে - আবার এই ব্যবস্থা বলতে বোঝায় স্বশাসন এবং সুশাসন (Self governance and good governance)। এই - স্ব এবং সু অর্থাৎ self and good এই দুই প্রকার শাসনকে সম্ভব করে তুলতে নাগরিক তথা জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে এগুলির উপস্থিতি একান্ত আবশ্যকীয় বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা মনে করেন।

নাগরিকতা ঃ-

নাগরিকতা বলতে বোঝায় রাষ্ট্র ও ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক - যে সম্পর্ক অধিকার ও কর্তব্যের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। নাগরিকতার ধারণা প্রজা ও বিদেশীর ধারণা থেকে পৃথক, নাগরিকরা হল কোন রাজনৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্রের পূর্ণ সদস্য-যারা একদিকে যেমন কতকগুলি মূল অধিকার ভোগ করে, অপরদিকে তেমন দায়িত্বশীলতা তথা কর্তব্যপালনের দায়ও বহন করে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল্যবোধ হিসেবে নাগরিকতার দুটি দিক আছে।

প্রথমটি হল citizenship of rights - অর্থাৎ রাষ্ট্রের পরিপূর্ণ সদস্য হিসেবে ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রয়োজনীয় সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে।

এবং দ্বিতীয় দিকটি হ'ল citizenship of duty - অর্থাৎ নাগরিকরা অধিকার ভোগ করার সঙ্গে সঙ্গে কর্তব্য পালন করতেও প্রস্তুত থাকে - যে কর্তব্যের ধারণার মধ্যে পৌর তথা রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতার প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়।[৪]

দায়িত্বশীলতা ঃ- দায়িত্ববোধকে তিন ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, প্রথমতঃ কোনও কিছু বা কারও জন্য দায়বদ্ধ থাকা - ব্যাক্তিগত দায়িত্ববোধ বলতে বোঝায় নিজের অথবা নিজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির জন্য দায়বদ্ধতা। সামাজিক দায়িত্ববোধ বলতে বোঝায় অন্যের জন্য দায়বদ্ধতা।

দ্বিতীয়তঃ কারও কাছে দায়বদ্ধ থাকা। কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব যার কাছে ব্যক্তি বা সংস্থা দায়বদ্ধ থাকবে। যেমন পার্লামেন্ট বা আইনসভার কাছে সরকারের দায়বদ্ধতা। এই দায়বদ্ধতার অর্থ হল আইনসভা সরকারী কাজকর্মের সমালোচনা করতে সমর্থ। এছাড়া এই দায়বদ্ধতার একটি নৈতিক দিকও আছে। যা হল সরকার ত্রুটি বিচ্যুতি মেনে নিতে ইচ্ছুক।

তৃতীয়ত ঃ যুক্তি বা নৈতিক দিক থেকে সঠিক পথে কাজ করার মানসিকতা।[৫]

সহনশীলতা ঃ- সহনশীলতা বলতে বোঝায় মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও অন্য লোকের মতামতকে গ্রহণ করা বা গুরুত্ব দেবার ইচ্ছা বা মানসিকতা।

সহনশীলতা দুটি পৃথক নৈতিক বিচারের উপর নির্ভরশীল।

প্রথমত ঃ বৈচিত্র্যময় এই বহুত্ববাদী সমাজে যে বহু কণ্ঠ বা বহু স্বর আছে, এবং বিচিত্র রকমের বিশ্বাস আছে - তাদের অস্তিত্বের যে প্রয়োজনীয়তা আছে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া যেটাকে বলা যেতে পারে celebration of diversity and pluralism। সহনশীলতাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা উদারনৈতিক গণতন্ত্রের একটি অন্যতম কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ হিসেবে দেখেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ অন্যের উপর নিজের মতকে চাপিয়ে না দেওয়া বা স্বেচ্ছায় সেটা করতে অসম্মত হওয়া।[৬]

জন লক সহনশীলতাকে মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধির উপর বিশ্বাসের ভিত্তি হিসাবে দেখেছেন। জন স্টুয়ার্ট মিল সহনশীলতাকে দেখেছেন ব্যক্তিস্বাধীনতার একটি অন্যতম দিক হিসাবে। উদারনৈতিক গণতন্ত্র যেখানে বহুদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয় সেখানেও মূল্যবোধ হিসাবে সহনশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম।

মূল্যবোধ হিসাবে সহনশীলতার একটি নেতিবাচক দিক আছে। সহনশীলতা মানুষের যুক্তি বুদ্ধিকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয় যার ফলে সমাজের খারাপ দিকগুলি প্রতিহত করা বা বাধা দেওয়ার সামর্থের হানি হয়। সমাজে যা কিছু ঘটছে আমরা যদি সব কিছুকে মেনে নিই বা সহ্য করতে থাকি - যেমন বর্ণবৈষম্যবোধ বা ফ্যাসীবাদী ধ্যানধারণা - তাহলে সেটা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার পক্ষে সঠিক বলে বিবেচিত হয় না। সুতরাং প্রতিবাদেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে এ সব সত্ত্বেও বলা যায় যে, উদারনৈতিক গণতন্ত্রকে টিকে থাকতে গেলে মূল্যবোধ হিসাবে সহনশীলতার গুরুত্ব অপরিসীম।

নেতৃত্ব ঃ- উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য চতুর্থ প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ হল নেতৃত্ব। Personal quality বা ব্যক্তিগত গুণ এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধ হিসাবে নেতৃত্ব হল এক ধরণের আচরণ। আচরণ হিসাবে নেতৃত্ব বলতে বোঝায় প্রভাব। যখন কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী বিশেষ কোন উদ্দেশ্যে বৃহৎসংখ্যক মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয় তখন এই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী নেতা হিসাবে নিজেকে বা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেন।

ব্যক্তিগত গুন হিসাবে নেতৃত্ব বলতে সেইসব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা একজন নেতাকে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সাহায্য করে। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীরা এই অর্থেনেতৃত্বকে ব্যক্তিগত সম্মোহন বা Charisma বিস্তারের অসাধারণ ক্ষমতার সংগে সমার্থক করে দেখিয়েছেন।

রাজনৈতিক মূল্যবোধ হিসাবে নেতৃত্ব বলতে বোঝায় বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর অপরকে অণুপ্রাণিত বা পরিচালিত করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতার সাহায্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে সংগঠিত করতে সক্ষম হন।[৭]

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, সফল উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ হিসাবে নেতৃত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সচেতন দায়িত্ববান ও সহনশীল নাগরিকদের আকাঙ্খিত লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য সঠিক নেতৃত্বের প্রয়োজন অপরিসীম।

অবশ্য নেতৃত্বে কিছু বিপজ্জনক প্রবণতাও থাকে। যেমন, নেতৃত্ব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে চায় যার ফলশ্রুতিস্বরুপ দুর্নীতি ও স্বৈরাচার প্রশ্রয় পায়। এই প্রেক্ষিতে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন হল নেতৃত্ব ও দায়িত্বশীলতার একত্র অবস্থান।

নেতৃত্বের দ্বিতীয় বিপজ্জনক দিক হল - নেতৃত্ব যুক্তি বা তর্কের পরিসরকে অনেক সময় সংকীর্ণ করে তোলে এবং অনেক সময়ই দেখা যায় যে নেতারা তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও ধ্যানধারনাকে সমাজের অন্যান্য অংশের উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন যার ফলে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বহুত্ববাদী চরিত্র ব্যাহত হয়।

সুতরাং বলা যায় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের সফল কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজন হল এমন এক নেতৃত্ব - যা হবে দায়িত্বশীল, দুর্নীতি ও স্বৈরাচারের প্রবণতা থেকে মুক্ত এবং সমাজের সকল স্তরের চিন্তাভাবনার প্রতি সমান সহনশীল।

ভারতীয় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে উপরোক্ত চারটি মূল্যবোধের বিশ্লেষণ

স্বশাসন ও সুশাসনের প্রেক্ষিতে ভারতীয় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের কাঠামো (structure) ও কার্যাবলী (function) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বাধীনতার অব্যবহিত পর সুশাসনের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে স্বশাসন বা স্বশাসিত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এক Pluralistic রাষ্ট্রব্যবস্থা - যেখানে বহু কণ্ঠ, বহু স্বরের অবস্থিতি স্বীকৃত হয়েছে। স্বাধীন ও সক্রিয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছে। বর্তমানে Television-এর বিভিন্ন Channel-এর মাধ্যমে জনগণ বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত হতে পারছে। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রাথমিক শর্ত হিসাবে দায়িত্বশীল ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, বিরোধী দলের অবস্থিতি উদারনৈতিক গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলির উত্থান ভারতীয় সমাজে অবস্থিত বহু কণ্ঠ, বহু স্বরের প্রতিনিধিত্ব করছে।

কিন্তু উদারনৈতিক গণতন্ত্র শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা নয়। এর একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিকও আছে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সফল কার্যকারীতার উপর। ভারতের সামাজিক কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ গুলি গড়ে তোলার ব্যাপারে কতটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার মূল্যায়ণ করা প্রয়োজন।

রাজনৈতিক সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রাথমিক শর্ত হিসাবে রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানীরা যে বিষয় গুলি চিহ্নিত করেন তার অন্যতম হল সুস্থ ও সদাসতর্ক নাগরিক সমাজ গড়ে তোলা। এই বিষয়টি যে স্বাধীন ভারতবর্ষে যথেষ্ট অবহেলিত হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রকৃত্ব পক্ষে স্বক্রিয় নাগরিকত্ব বা active citizenship বলতে যা বোঝায় তা এদেশে গড়ে তোলার বিষয়টি স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। আমরা ভোটার হিসাবে যে দায়িত্ব পালন করি তার মধ্যে যথাযথ সতর্কতা পরিলক্ষিত হয় না। তাই দেখা যায় আমরা অনেক সময় দলীয় রাজনীতির শিকার হই - অনেক সময় এমন সব জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন যারা পেশী শক্তির জোরে জিতে আসেন - প্রাধান্য পায় ক্ষুদ্র দলীয় স্বার্থ। সুচিন্তিত মতামতের প্রতিফলন খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। এখানে রয়েছে শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজনীয়তা। একাধিক সমীক্ষায় দেখা গেছে, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিক্ষার (তৃণমূল স্তর থেকে) পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য যতটা যত্নবান হওয়া প্রয়োজন ছিল তার ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে গেছে। সাম্প্রতিকালে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও দেখা যায় প্রাথমিক স্তরে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের drop-out অর্থাৎ স্কুল ছেড়ে দেবার সংখ্যা ৪২ শতাংশ এবং ছেলেদের সংখ্যা ৪০ শতাংশ (২০০০-২০০১ -এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী)।[৮] ২০০৯-২০১০ সালে অবস্থার উন্নতি হলেও দেখা যায় এখনও প্রাথমিক স্তরে মেয়েদের drop-out সংখ্যা ২৭ শতাংশ, ছেলেদের ৩০ শতাংশ। মাধ্যমিক স্তরে এই drop-out - এর সংখ্যা আরোও বেশী।[৯] যে শিক্ষা মানুষের মধ্যে চেতনা জাগ্রত করে, তাকে বর্হিজগতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অবহিত করে এবং পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্পর্কে সচেতন করে, সেই শিক্ষা প্রসারে আরও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। দায়িত্বশীলতা বা সহনশীলতার মতো মূল্যবোধ অনুশীলন করার প্রাথমিক শর্তই হল উপযুক্ত শিক্ষা।

দ্বিতীয়ত ঃ ইতিহাস পর্যলোচনা করলে দেখা যায় যে, ভারতীয় ঐতিহ্যে - নাগরিক তথা প্রজাদের কর্তব্যবোধ বরাবর গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে দেখা গেল যে কর্তব্যবোধের তুলনায় অধিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে অধিকারের ধারণাকে। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসাবে অধিকার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই - কিন্তু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করাও যে একই সঙ্গে সমান গুরুত্বপূর্ণ সেই বিষয়টি অবহেলিত হল। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের উল্লেখ করে বলা যেতে পারে যে মূল ভারতীয় সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম সাতটি (বর্তমানে ছয়টি) মৌলিক অধিকার সন্নিবিষ্ট করা হলেও কর্তব্যের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নি। ১৯৭৬ সালে সংবিধান সংশোধন করে দশটি কর্তব্য যুক্ত করা হয়েছে - যে কর্তব্যের তালিকা আরও অনেক বেশী ব্যাপক হওয়া উচিৎ ছিল বলে সংবিধানবিদগণ মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে নাগরিকত্ব হল একটা মূল্যবোধ যার সঙ্গে শুধুমাত্র-অধিকার ভোগই নয়, দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনও জড়িত হয়ে আছে — জড়িত হয়ে আছে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্তি বিবেচনা সহযোগে অংশগ্রহণ করার প্রশ্নটি - এই ভাবে দেখতে গেলে মূল্যবোধ হিসাবে নাগরিকত্বের যথার্থ বিকাশ স্বাধীন ভারতবর্ষে কতটা হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

তৃতীয়ত ঃ উদারনৈতিক গণতন্ত্র মূলত দলীয় গণতন্ত্র। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই নির্বাচন পরিচালিত হয় প্রধানত দলীয় নেতৃত্বাধীনে। সুতরাং উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের আলোচনা দলীয় নেতৃত্ব ও তৎসংক্রান্ত মূল্যবোধের আলোচনা ছাড়া সম্ভব নয় বা পর্যাপ্ত নয়। স্বাধীন ভারতে প্রায় প্রথম থেকে দল সরকার, রাজনীতি, আমলাতন্ত্র ও বৃহৎ ব্যবসার মধ্যে যে অশুভ আতাঁত তৈরী হয়েছে তার ফলে আদর্শ নেতৃত্ব গড়ে ওঠার পরিবর্তে, নেতৃত্বের অবমূল্যায়ন ঘটেছে বলেই মনে হয়। ক্ষমতা দখলের রাজনীতি, পেশীশক্তির প্রাধান্য ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্রিয়াকলাপ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ক্ষমতার লোভ, আত্মম্ভরিতা, দুর্নীতির কলঙ্কে নেতৃত্ব আজ কলঙ্কিত। পশ্চিমবঙ্গকে যদি নমুনা সমীক্ষা হিসাবে ব্যবহার করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী কর্তৃক নানা ভাবে সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার তৃণমূল স্তর থেকে উচ্চস্তরের নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত ও সেই সংগে দলীয় স্বার্থ নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। নেতৃত্বকে যদি আমরা একটি রাজনৈতিক মূল্যবোধ হিসাবে দেখি যা মানুষকে একটি নৈতিক আদর্শের প্রেক্ষিত থেকে অনুপ্রাণিত করবে এবং পরিচালনা করবে তাহলে ভারতীয় গণতন্ত্র আজ স্বাধীনতার এত বছর পরেও যথেষ্ট পরিণত হয়নি। পর্যবেক্ষকরা মনে করেন পাশ্চাত্য ধাঁচের শুধুমাত্র অধিকার-কেন্দ্রিক উদারনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ থেকে বিচ্ছিন্ন যে atomized আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার প্রতিফলন ঘটেছে সর্বত্র।[১০]

চতুর্থত ঃ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ হিসাবে সহনশীল মনোভাবেরও যথাযথ cultivation বা অনুশীলন বা বিকাশ হয়নি। সামগ্রিক ভাবে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অবস্থানগত প্রয়োজনীয়তা সর্ম্পকে ঐকমত বা সহনশীল মনোভাব থাকলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নভাবে যে ধরনের মনোভাবের প্রকাশ ঘটে তাতে যে বিভিন্ন ধরনের সংকটের পরিস্থিতি তৈরী হয় সে বিষয়ে নিঃসন্দেহে মন্তব্য করা যায়।

পশ্চিমবঙ্গকে যদি নমুনা সমীক্ষা হিসাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, রাজনৈতিক নেতৃত্বের দীর্ঘকালীন প্রবণতা হল বিরোধী দল সম্পর্কে অবজ্ঞার মনোভাব পোষণ করা যা বিধানসভার সদস্য সংখ্যাগত বিচারের ভিত্তিতে "আমরা - ওরা" এই বহুশ্রুত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন জন প্রতিনিধি তথা রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা এবং তার পরবর্তী তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অন্যের মতামতকে শ্রদ্ধা করা, মতের অমিল থাকায় তাকে কাজ করার পরিসর দেওয়ার মানসিকতার মধ্যে আগ্রহের অভাব পরিলক্ষিত হয়।

এইভাবে রাজনৈতিক বাস্তবতার বিশ্লেষণ এই সত্য প্রতিষ্ঠা করে যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ভারতবর্ষের সমাজ ও রাজনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্রমাগত গণতন্ত্রের সফল কার্যকারিতার জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে চলেছে। এই প্রেক্ষাপটে মানুষের মধ্যে যে নৈতিকতাবোধের অভাব দেখা যাচ্ছে, তাৎক্ষণিক লাভের আশায় যেকোন উপায়ে ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থসিদ্ধির যে প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে - সে সম্পর্কে সচেতন হবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মূল্যবোধ, বিশ্বাস ইত্যাদির মূল যেহেতু সমাজের মধ্যেই প্রোথিত - এবং তারই প্রতিফলন ঘটে রাজনীতি তথা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকলাপে, সমাজ থেকেই এই বোধের উন্নয়ন প্রয়োজন। গবেষকদের মতে, সক্রিয় ও সচেতন নাগরিকতাই একমাত্র পথ- যার মাধ্যমে ভারতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মূল্যবোধের যথার্থ অনুশীলন সম্ভব।

তথ্যসূত্র ঃ-

১। গ্রীক আদর্শ নগররাষ্ট্রের রূপরেখা অঙ্কন করতে গিয়ে প্লেটো যে ন্যায়ের ধারণা তথা আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক বা Statesman এর ধারণা দিয়েছিলেন তাতে মূল্যবোধের আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছিল। অ্যারিস্টটল আদর্শ সরকার বোঝাতে শুদ্ধ (Pure) এবং দুর্নীতিপরায়ণ (Corrupt) - এই মাপকাঠির ভিত্তিতে যে তিন ধরণের সরকারী ব্যবস্থার কথা আলোচনা করেছিলেন তাতেও মূল্যবোধ তথা উচিত-অনুচিত, গাল-মন্দের প্রশ্নটি প্রাধান্য পায় -

Lawrence C Wanlass - gettel's History of Political Thought, Surjeet Publications. Delhi, 1981. pp - 53-54, 58, 66

২। রামায়ণের রামরাজ্যের ধারণা প্রাচীন ভারতবর্ষের আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণাকে নির্দেশ করে। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর ধারণায় এই বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিলেন। মহাভারতের শান্তিপর্বে ভীষ্ম সম্রাট যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম সম্পর্কে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তাতে রাজার কর্তব্য কি, রাজার কি করা উচিত বা অনুচিত - তার বিশদ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। রাজশেখর বসু - মহাভারত (সারানুবাদ), এম. সি. সরকার এন্ড সনস্, কলিকাতা, ১৩৭৩, পৃ : ৫৬১-৫৬৩

৩। Andrew Heywood - Key Concepts in politics, Palgrave Macmillan. New York 2000. 2005 (Reprint)

৪। Ibid pp - 119

৫। Ibid pp - 145-146

৬। Ibid pp - 149-150

৭। Ibid pp - 136

৮। Bina Ghosh - Women and Education : Since Independenc in Women's Studies : Various Aspects by Basabi Chakraborty; Urbee Prakashan, Kolkata, 2014, p-142

৯। ২০০৯-২০১০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাধ্যমিক স্তরে স্কুল ছেড়ে দেওয়া অর্থাৎ School drop-out -এর সংখ্যা মেয়েদের ক্ষেত্রে ৪৪ শতাংশ, ছেলেদের ক্ষেত্রে ৪১ শতাংশ-

Source : Selected Educational Statistics, 2007-08 -Ministry of Human Resource Developmevt - cited in School Dropout across Indian States and UTS; An Econometric Study - by Rupon Basumatary, published in International Research Journal of Social Sciences. Vol 1 (4) 28-35 December, 2012 pp - 28-35

১০। Rajasri Basu - Democracy and good governance contemporary Indian Experience - Socialist Perspective. vol 33 No -1-2 june - September, 2005 pp - 13-27.